

সমাস

অটোমেটিক স্ক্রলের মাধ্যমে ই-বুক পড়া / রিডের জন্যঃ

আপনার ই-বুক বা pdf রিডারের Menu Bar এর View অপশনটি তে ক্লিক করে Auto /Automatically Scroll অপশনটি সিলেক্ট করুন (অথবা সরাসরি যেতে => Ctrl + Shift + H)। এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে ক্লিক করে আপনার পড়ার সুবিধা অনুসারে স্ক্রল স্পীড ঠিক করে নিন।

সমাস সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ

- ⇒ সমস্যমান পদঃ যে কয়টি শব্দ মিলে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটি, এক একটি সমস্যমান পদ।
- ⇒ সমস্তপদঃ সমাস নিষ্পন্নপদ অর্থাৎ সমস্যমান পদগুলো মিলে যে নতুন পদ হয় তা-ই সমস্তপদ।
- ⇒ ব্যাবাক্যঃ সমস্তপদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয় তার নাম ব্যাস বাক্য বলে। ব্যাসবাক্যকে বিগ্রহ বাক্যও বলে।
- ⇒ পূর্বপদঃ সমাস বন্ধ পদের প্রা মটি পূর্বপদ।
- ⇒ পরপদঃ সমাসবন্ধ পদের পরের অংশটি পরপদ। যেমন-

মহান যে নবী- মহানবী

এখানে,

মহান যে নবী= ব্যাসবাক্য

মহান, যে, নবী - সমস= সমস্যমান পদ

মহানবী = সমস্তপদ

মহা = পূর্বপদ

নবী = পরপ

- ⇒ ‘সমাস’ শব্দের অর্থ সংক্ষেপন। পরস্পর অথ-র্ সঙ্গতিপনড়র দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।
- যেমন- সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।

সমাস প্রধানত ৬ (ছয়) প্রকার। যথা:

১। দ্বন্দ্ব সমাস

২। দ্বিগু সমাস

৩। অব্যয়ীভাব সমাস

৪। কর্মধারয় সমাস

৫। তৎপুরুষ সমাস

৬। বহুব্রীহি সমাস

দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে সমান বিভক্তি বিশিষ্ট একাধিক বিশেষ্যপদ এমন ভাবে মিলিত হয় যেন, প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রধান থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

যথা- হাট ও বাজার = হাট-বাজার, মা ও বাবা = মা-বাবা, খাতা ও কলম = খাতা-কলম।

⇒ যে কয়টি উপায়ে দ্বন্দ্ব সমাস সাধিত হয়ঃ

- ⇒ মিলনার্থক শব্দযোগ্য = ভাই-বোন, মা -বাবা।
- ⇒ সমার্থক শব্দ যোগে= গাও-গেরাম, বই-পুস্তক।
- ⇒ বিরোধার্থক শব্দ যোগে= দা-কুমড়া, অহি-নকুল।
- ⇒ সংখ্যাবাচক শব্দ যোগে= সাত-পাঁচ, উনিশ-বিশ।
- ⇒ বিপরীতার্থক শব্দ যোগে=আকাশ- পাতাল, আয়-ব্যয়।
- ⇒ অঙ্গবাচক শব্দ যোগে= হাত-পা, মাথা-মুণ্ড।

অলুক দ্বন্দ্ব, যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদে কোন বিভক্তি লোপ হয় না- দুধে ও ভাতে= দুধে ভাতে, ঘরে ও বাইরে= ঘরে-বাইরে
বহুপদী দ্বন্দ্ব= তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে যথাঃ সাহেব-বিবি-গোলাম, আমি-তুমি-সে,

মনে রাখবেঃ দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ এবং পরপদের সম্বন্ধ বুঝাতে ব্যাস বাক্যে *এবং*, *ও*, *আর* এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়।

দ্বন্দ্ব সমাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

অহি ও নকুল = অহিনুকুল আসা ও যাওয়া = আসাযাওয়া
আজ ও কাল = আজকাল কেনা ও বেচা = কেনাবেচা
জন ও মানব = জনমানব লেন ও দেন = লেনদেন
দশ ও বিশ = দশবিশ রাজা ও বাদশা = রাজাবাদশা
শাক ও সবজি = শাকসজি হাতে ও ভাতে = হাতেভাতে
সোনা ও রূপা = সোনারূপা দুধে ও ততে = দুধে ভাতে
কাগজ ও কলম = কাগজকলম পিতা ও পুত্র = পিতাপুত্র

দ্বিগু সমাসঃ

- ⇒ পূর্বপদের সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্যপদের যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে।
যেমনঃ তিন ফলের সমাহার = ত্রিফলা।

মনে রাখবেঃ

- ⇒ দ্বিগু সমাসে পর পদের অর্থ প্রধান থাকে।

⇒ দ্বিগু সমাস নিষ্পন্নপদ পদটি বিশেষ্য হয়।

যেমনঃ তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল।

দ্বিগু সমাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী

দশ চক্রের সমাহার = দশচক্র

তে মাথার সমাহার = তেমাথা

পঞ্চ নদের সমাহার = পঞ্চনদ

চৌ রাসত্মার সমাহার = চৌরাসত্মা

সে(তিন)তারের সমাহার = সেতার

ত্রি-ফলার সমাহার = ত্রিফলা

সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ

চার পদের সমাহার = চতুষ্পদী

কর্মধারয় সমাস

যে সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্নপদ পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্নপদ পদের সমাস হয় এবং পর পদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

যেমনঃ- নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম

⇒ কর্মধারয় সমাসের প্রকার ভেদঃ-

১. উপমান কর্মধারয়ঃ- সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয় তাকে উপমান কর্মধারয় বলে।

যেমনঃ মিশির ন্যায় কালো = মিশিকালো,

তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র।

২. উপমিত কর্মধারয় সমাসঃ সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় বলে।

যথাঃ পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষ সিংহ,

মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র।

৩. রূপক কর্মধারয় সমাসঃ উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নত্ব কল্পনা করা হলে-

যথাঃ মন রূপ মাঝি = মনমাঝি,

বিষাদ রূপ সিদ্ধু = বিষাদ সিদ্ধু

৪. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসঃ যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাস বাক্যে মধ্য পদের লোপ হয় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বলে।

যথাসিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন,

পল মিশ্রিত অনড়ব = পলানড়ব।

⇒ যে কয়টি নিয়মে কর্মধারয় সমাস সাধিত হয়।

⇒ দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালে। যেমনঃ যে অজ সে- ই মূর্খ = অজমূর্খ।

⇒ দুটি বিশেষ্যপদে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে। যেমনঃ যিনি দেব তিনিই ঋষি = দেবর্ষি।

⇒ কার্যে পরস্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমনঃ- আগে ধোয়া পরে মোছা- ধোয়ামোছা।

⇒ পূর্বপদে স্ত্রী বাচক বিশেষণ হলে, কর্মধারয় সমাসে সেটি পুরুষ বাচক হয়। যেমনঃ সুন্দরী যে মেয়ে = সুন্দরমেয়ে।

⇒ বিশেষণ ও বিশেষ্যপদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে। বিশেষ্য আগে বসে।

যথা- সিদ্ধ যে আলু= আলু সিদ্ধ।

কর্মধারয় সমাসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদাহরণ

মহান যে রাজা= মহারাজা

কাঁচা যে কলা= কাঁচকলা।

ছোট যে লাট = ছোটলাট

ডুবো যে জাহাজ =ডুবোজাহাজ

খাস যে মহল = খাসমহল

বড় যে বাবু= বড়বাবু

মহা যে গন্ডগোল = মহাগন্ডগোল

যিনি হেড তিনি মাস্টার=হেডমাস্টার

কাল (বিষধর) যে সাপ = কালসাপ

নীল যে মানিক = নীলমানিক

বীর যে পুরুষ = বীরপুরুষ

পন্ডিত হয়ে ও মূর্খ = পন্ডিতমূর্খ

আধা এমন পাকা= আধাপাকা

চালাক যে চতুর = চালাকচতুর

যা হুস্ট তা পুস্ট = হুদপুস্ট

রাজা অথচ ঋষি = রাজর্ষি

যিনি মৌলভি তিনি সাহেব = মৌলভিসাহেব

শান্ত অথচ শিষ্ট= শান্তশিষ্ট

প্রিয় যে সখা = প্রিয়সখ

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

সিংহ চিহ্নিত আসন= সিংহাসন

পল (মাংস) মিশ্রিত অনড়ব= পলান ড়ব

ঘরে পালিত জামাই= ঘরজামাই

হাতে পরার ঘড়ি = হাতঘড়ি

ঘি মাখা ভাত = ঘি-ভাত

ভিক্ষায় লব্ধ অনড়ব = ভিক্ষানড়ব

মোম নির্মিত বাতি = মোমবাতি

রেলের উপর চলে যে গাড়ি= রেলগাড়ি

ছায়া প্রধান তরু = ছায়াতরু

বট নামক বৃক্ষ = বটবৃক্ষ

আয়ের উপর কর =আয়কর

হাতে চালিত পাখা= হাতপাখা

জীবন রক্ষার্থে বীমা= জীবনবীমা

রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি= রাষ্ট্রনীতি

ধর্ম রক্ষার্থে ঘট= ধর্মঘট

উপমান কর্মধারয়

শশকের ন্যায় ব্যসত্ত্ব= শশব্যসত্ত্ব

বকের ন্যায় ধার্মিক= বকধার্মিক

তুষারের ন্যায় শীতল= তুষার-শীতল

ঘনের ন্যায় শ্যাম= ঘনশ্যাম

বজ্রের মত কঠোর= বজ্রকঠোর

কুসুমের ন্যায় কোমল= কুসুমকোমল

হরিণের ন্যায় চপল= হরিণচপল

অরুণের মত রাঙা= অরুণরাঙা

রূপক কর্মধারায়

মন রূপ মাঝি= মনমাঝি

বিষাদ রূপ সিন্ধু= বিষাদসিন্ধু

দিল রূপ দরিয়া= দিলদরিয়া

মোহ রূপ নিদ্রা= মোহনিদ্রা

সুখরূপ সাগর= সুখসাগর

ভব রূপ নদী= ভবনদী

প্রেম রূপ ডোর= প্রেমডোর

মুখ রূপ চন্দ্র= মুখচন্দ্র

উপমিত কর্মধারায়

পুরুষ সিংহের ন্যায়= পুরুষসিংহ

সোনা তুল্য মুখ= সোনামুখ

রাজা ঋষি তুল্য= রাজর্ষি

ফুলের ন্যায় কুমারী= ফুলকুমারী

চাঁদের ন্যায় মুখ= চাঁদমুখ

চক্ষু পদ্মের ন্যায়= পদ্মচক্ষু

কর কমল সদৃশ= করকমল

মুখ চন্দ্রের ন্যায়= মুখচন্দ্র কর

তৎপুরুষ সমাসঃ

পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসের পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

যেমনঃ বিপদকে আপনড়ব= বিপদাপনড়ব।

⇒ তৎপুরুষ সমাসের প্রকারভেদঃ

১. দ্বিতীয়া তৎপুরুষঃ পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপে যে সমাস হয়।

যথা- পরলোকগত = পরলোকে গত।

২. তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসঃ পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি লোপে যে সমাস হয়।

যথা- শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ।

৩. চতুর্থী তৎপুরুষঃ পূর্ব পদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত, তরে) লোপে যে সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে।

যথাঃ পাগলের জন্য গারদ= পাগলাগারদ।

৪. পঞ্চমী তৎপুরুষঃ পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়।

যথাঃ বিলাত থেকে ফেরৎ= বিলাত ফেরৎ।

৫. ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ বলে।

যথাঃ চায়ের বাগান= চা-বাগান,

রাজার পুত্র= রাজপুত্র।

৬. সপ্তমী তৎপুরুষঃ পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি লোপে যে সমাস হয়।

যেমনঃ গাছে পাকা= পাছপাকা,

দিবায়-নিদ্রা=দিবানিদ্রা।

৭. নঞ তৎপুরুষ সমাসঃ নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ হয়।

যথাঃ ন-আচার=অনাচার, নকাতর= অকাতর।

৮. উপপদ তৎপুরুষ সমাসঃ কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়-

যথাঃ জলে চরে যে= জলচর।

৯. অলুক তৎপুরুষঃ যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব পদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ হয় না।

যথা- তেলেভাজা= তেলেভাজা।

তৎপুরুষ সমাসের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

বিস্ময়কে আপনড়ব= বিস্ময়াপনড়ব

চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী= চিরসুখী

চিরদিন ধরে শত্রু= চিরশত্রু

ব্যক্তিকে গত= ব্যক্তিগত

শরণকে আগত= শরণাগত

শোককে অতীত= শোকাতীত

কাপড়কে কাচা= কাপড়কাচা

রথকে দেখা= রথদেখা

ভয়কে প্রাপ্ত= ভয়প্রাপ্ত

বইকে পড়া= বইপড়া

শোক দ্বারা আকুল= শোকাকুল

মেঘ দ্বারা আবৃত= মেঘাবৃত

রাজা কর্তৃক দত্ত= রাজদত্ত

মধু দ্বারা মাখা= মধুমাখা

মন দিয়ে গড়া= মনগড়া
স্বপড়ব দ্বারা অতীত= স্বপড়বাতিত
হাত দ্বারা ছানি= হাতছানি
হাত দিয়ে কাটা= হাতকাটা
দেবকে দত্ত= দেবদত্ত
রান্নার নিমিত্ত ঘর= রান্নাঘর
অনাথের জন্য আশ্রম= অনাথাশ্রম
বিদেশ থেকে আগত=বিদেশাগত
গদি থেকে চ্যুত= গদিচ্যুত
লোক থেকে ভয়= লোকভয়
আগা থেকে গোড়া= আগাগোড়া
গতি থেকে চ্যুত= গতিচ্যুত
প্রাণ থেকে প্রিয়= প্রাণপ্রিয়
কবিদের গুরু= কবিগুরু
পথের রাজা= রাজপথ
নেই জানা= অজানা
দূতের আবাস= দূতাবাস
গণের তন্ত্র= গণতন্ত্র
হাতের ঘড়ি= হাতঘড়ি
গাছে পাকা= পাছপাকা
রাতে কানা= রাতকানা
রাতে জাগা= রাতজাগা
টেকি দ্বারা ছাঁটা= টেকিছাঁটা
চেষ্টা দ্বারা লব্ধ= চেষ্টালব্ধ
বিদ্যা দ্বারা হীন= বিদ্যাহীন
বিষ দ্বারা মাখা= বিষমাখা
ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ= ভিক্ষালব্ধ
বিস্ময় দ্বারা বিহবল= বিস্ময়বিহবল
হজ্বের জন্য যাত্রা= হজ্বযাত্রা
মাল রাখার জন্য গুদাম= মালগুদাম
বিলাত থেকে ফেরত= বিলাতফেরত
সত্য থেকে ভ্রষ্ট= সত্যভ্রষ্ট
স্কুল থেকে পালানো= স্কুল পালানো
জেল থেকে ফেরত= জেল ফেরত
মেঘ থেকে মুক্ত= মেঘমুক্ত
বনের পতি= বনস্পতি
ঘোড়ার দৌড়= ঘোড়দৌড়

কবির রাজা= রাজকবি
মড়ার জন্য কান্না= মড়াকান্না
শিক্ষার মন্ত্রী= শিক্ষামন্ত্রী
পিতার তুল্য= পিতৃতুল্য
হংসের রাজা= রাজহংস
বনে জাত= বনজাত
সাহিত্যে বিশারদ= সাহিত্যবিশারদ
কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ= কবিশ্রেষ্ঠ
মাতাতে ভক্তি= মাতৃভক্তি

নঞ তৎপুরুষ

নেই আচার= অনাচার
ন আদর= অনাদর
ন ইষ্ট= অনিষ্ট
ন কাতর= অকাতর
নেই হুঁশ = বেহুঁশ
নেই খুঁত= নিখুঁত
নেই মিল= গরমিল
ন এক= অনেক
ন উচিত= অনুচিত
ন সরকারি= বেসরকারি
নেই খরচা= নিখরচা
নয় সৃষ্টি= অনাসৃষ্টি
নয় রাজি= গররাজি
ন রসিক= বেরসিক
ন হেড= বেহেড
ন হাজির= গরহাজির
ন আচার= অনাচার
ন আসক্ত= অনাসক্ত

অলুক তৎপুরুষ

ছাঁচে ঢালা= ছাঁচে ঢালা
পরাং পর= পরাংপর
ভ্রাতৃঃ পুত্র= ভ্রাতৃপুত্র
তেলে বেগুনে= তেলেবেগুনে
কলুর বলদ= কলুরবলদ
চোখের দেখা= চোখের দেখা
ঘোড়ার ডিম= ঘোড়ারডিম

ঘিয়ে ভাজা= ঘিয়েভাজা

চোখের বালি= চোখেরবালি

উপ-পদ তৎপুরুষ

কুম্ভ করে যে = কুম্ভাকার

ছেলে ধরে বেড়ায় যারা =ছেলেধরা

হালুই করে যে = হালুইকর

পকেট মারে যে = পকেটমার

গৃহে থাকে যে = গৃহস্থ

সর্বনাশ করে যে = সর্বনাশা

ধামা ধরে যে = ধামাধরা

পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ

বহুব্রীহি সমাস

⇒ যে সমাসে সমস্যমান পদ গুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোন তৃতীয় বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

যেমন- নীল কণ্ঠ

যার= নীলকণ্ঠ (শিব)

⇒ বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ

১. সমানধিকরণ বহুব্রীহি সমাসঃ পূর্বপদে বিশেষণ এবং পরপদে বিশেষ্য হলে সমানধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়।

যথাঃ পোড়া কপাল যার = পোড়া কপাল।

২. ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসঃ যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ এবং পরপদ কোনটিই বিশেষণ হয় না, তবে তাকে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে।

যথাঃ আশীতে বিষ যার=আশীবিষ (সাপ)

৩. ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসঃ ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস হয়। পূর্বপদে ‘আ’ এবং পরপদে ‘ই’ হয়।

যথাঃ কানে কানে যে কথা= কানাকানি।

৪. মধ্যপদ লোপী বহুব্রীহিঃ বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্যে ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোন অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায়।

যথাঃ গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে= গায়ে হলুদ।

৫. নঞ বহুব্রীহিঃ যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদে নঞ পদ থাকে নঞ বহুব্রীহি সমাস বলে।

যথাঃ নি (নাই) ভুল যার= নির্ভুল।

৬. অলুক বহুব্রীহি সমাসঃ যে বহুব্রীহি সমাসে বিভক্তির লোপ পায় না, তাই অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে।

যথাঃ মাথায় পাগড়ি যার= মাথায় পাগড়ি।

বহুব্রীহি সমাসের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

তপঃ বনে যার = তপোবন

পূণ্য আত্মা যার = পূণ্যাত্মা

পোড়া কপাল যার = পোড়াকপালি

পীত অম্বর যার = পীতাম্বর (শ্রীকৃষ্ণ)

কৃত বিদ্যা যার = কৃতবিদ্য

সমান গোত্র যার = সগোত্র

রক্ত নেত্র যার = রক্তনেত্র

এক দিকে রোখ যার = একরোখা

হত ভাগ্য যার = হতভাগা

তার নেই যার = বেতার

নেই হিসাব যার = বেহিসাবি

আদব জানেনা যে = বেয়াদব

আশীতে বিষ যার = আশীবিস

দশ আনন যার = দশানন

চন্দ্র চুড়ায় যার = চন্দ্র চুড়

বীণা পানিতে যার = বীণাপানি

ছনড়ব মতি যার = মতিছনড়ব

সমান তীর্থ যার = সতীর্থ

লজ্জার সঙ্গে বর্তমান = সলজ্জ

নদী মাতা যার = নদীমাতৃক

পতড়বী মৃত যার = বিপতড়বীক

নেই অন্ত যার = অনন্ত

পরিবারের সঙ্গে বর্তমান = সপরিবার

যুবতী জায়া যার = যুবজানি

সোনার মত মুখ যার = সোনামুখো

গায়ে হলুদ দেয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ

কানে কানে যে কথা = কানাকানি

চুলে চুলে ধরে যে লড়াই = চুলাচুলি

লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই = লাঠালাঠি

গলায় গলায় যে ভাব = গলাগলি

হাসিতে হাসিতে যে *ৱক্রিয়া* = হাসাহাসি

গোঁফে খেজুর পড়ে থাকলেও খায় না যে = গোঁফখেজুরে

চাঁদের মত বদন যার = চাঁদবদন

সুন্দর হৃদয় যার = সুহৃদয়/সুহৃদ

হাতে খড়ি দেয় যে অনুষ্ঠানে = হাতে খড়ি

জলের সঙ্গে বর্তমান = সজল

অব্যয়ীভাব সমাস

- ⇒ পূর্ব পদে অব্যয় যোগে নিষ্পন্নড়ব সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।
যথাঃ কুলের সমীপে= উপকূল।
- ⇒ যে যে অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস সাধিত হয়ঃ
- ⇒ সামীপ্য (উপ):- কণ্ঠের সমীপে= উপকণ্ঠ
- ⇒ বীজ্জা (অনু,প্রতি):- দিন দিন= প্রতিদিন
- ⇒ অভাব (নিঃ, নির):- আমিষের অভাব= নিরামিষ।
- ⇒ পর্যন্ত (আ):- মরণ পর্যন্ত= আমরণ।
- ⇒ সাদৃশ্য (উপ):- শহরের সাদৃশ্য= উপশহর।
- ⇒ অনতিক্রম্যতা (যথা):- রীতিকে অতিক্রম না করে= যথারীতি।
- ⇒ বিরোধ (প্রতি):- বিরুদ্ধ বাদ= প্রতিবাদ
- ⇒ পশ্চাৎ (অনুঃ) পশ্চাৎগমন= অনুগমন।
- ⇒ ঈষৎ (আ) ঈষৎ রক্তিম= আরক্তিম
- ⇒ যোগ্যতা (অনু) রূপের যোগ্য= অনুরূপ
- ## অব্যয়ীভাব সমাসের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ
- ঈষৎ নীল = ফিকানীল
ঈষৎ লাল = ফিকালাল
সমস্ত রাত = রাতভর
হায়ার অভাব = বেহায়া
কারের অভাব = বেকার
শ্রীর অভাব = বিশ্রী
সাগরের ক্ষুদ্র (সাদৃশ্য) = উপসাগর
অক্ষির অগোচর = পরোক্ষ
ভূতকে অধিকার করে = অধিভূত
অক্ষির প্রতি (সমীপে) =প্রত্যক্ষ
আত্মাকে অধিকার করে = আধ্যাত্ম
তাপের পশ্চাৎ = অনুতাপ
গমনের পশ্চাৎ = অনুগমন
ছবির সদৃশ = প্রতিচ্ছবি
ভাষার সদৃশ = উপভাষা
বনের সদৃশ = উপবন
লবনের অভাব = আলুনি
রূপের যোগ্য = অনুরূপ
জন্ম পর্যন্ত = আজন্ম
জানু পর্যন্ত = আজানু

পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক

মরণ পর্যন্ত = আমরণ

ভাতের অভাব = হা-ভাত

ভিক্ষার অভাব = দুভিক্ষ

রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি

গৃহে গৃহে = প্রতি গৃহে

শক্তিকে অতিক্রম না করে = যথাসক্তি

কুলের সমীপে = উপকূল

জনে জনে = প্রতিজন

রোজ রোজ = হররোজ

বছর বছর = ফি-বছর

মিলের অভাব = গরমিল

অ-প্রধান সমাস

⇒ প্রধানত ছয়টি সমাস ছাড়াও কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। এ সব সমাসের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় না।

১. প্রাদি সমাসঃ প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃত্ৰপ্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয় তাকে প্রাদি সমাস বলে।

যথাঃ পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমন= পরিভ্রমণ,

প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন= প্রবচন,

অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ= অনুতাপ।

২. নিত্য সমাসঃ যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাস বাক্যের দরকার হয় না। তাকে নিত্য সমাস বলে।

যথাঃ অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর।

কেবল দর্শন= দর্শনমাত্র।

৩. উপপদ তৎপুরুষ সমাসঃ পূর্বপদের বিশেষ্য এং পরপর কৃদন্ত, এ দুপদে যে সমাস হয় তাকে উপপদে তৎপুরুষ সমাস বলে।

যেমনঃ পকেট মারে যে= পকেট মার। ছা-পোষা।

সমাস (বিস্তারিত)

সমাস : সমাস শব্দটি বিশেষ-ষণ করলে পাওয়া যায়- ‘সম + আস + অ’। যার অর্থ-সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদ

একপদীকরণ। সমাস মূলত শব্দসমষ্টির সংক্ষিপ্তকরণের মাধ্যমে নতুন শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়া। পরস্পর অর্থসম্পর্কযুক্ত দুই বা তার অধিক পদ এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলা হয়।

যেমন : গ্রন্থ রচনা করে যে = গ্রন্থকার;

মেয়েদের জন্য স্কুল = মেয়েদের স্কুল;

মৌ সংগ্রাহক মাছি = মৌমাছি প্রভৃতি।

সমাস প্রধানত ৬ (ছয়) প্রকার। যথা:

১। দ্বন্দ্ব সমাস

২। দ্বিগু সমাস

৩। অব্যয়ীভাব সমাস

৪। কর্মধারয় সমাস

৫। তৎপুরুষ সমাস

৬। বহুব্রীহি সমাস

সমাস বিশেষ-ষণ ও নির্ণয়ে প্রয়োজনীয় কয়েকটি পরিভাষার বিবরণ ব্যাসবাক্য : যে পদসমষ্টি থেকে সমাস হয় বা সমাসকে বিশেষ-ষণ করলে যে

পদসমষ্টি পাওয়া যায়, তাকে ব্যাসবাক্য বলা হয়।

সমাস -ব্যাসবাক্য

মনমাঝি - মন রূপ মাঝি

হাটুজল -হাটু পরিমাণ জল

সমস্যমান পদ : সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে সমস্যমান পদ বলে। যেমন : সপ্তাহ সমাসটির ব্যাসবাক্য-সপ্তাহের সমাহার। এখানে সপ্ত, অহ প্রত্যেকটি সমস্যমান পদ।

সমস্তপদ : ব্যাসবাক্য মিলে যে একটি পদ বা একটি শব্দ গঠিত হয় তাকে সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদ বা সমাস বলা হয়।

যেমন :

ব্যাসবাক্য - সমস্তপদ/সমাস

পরিবারের সহিত বর্তমান - সপরিবার

ফুলের ন্যায় কুমারী - ফুলকুমারী

তেমাথার সমাহর - তেমাথা

সমস্তপদ বা সমাস যদিও একটি পদ, তবুও এর দুটি অংশ বা ভাগ থাকে। যেমন : সুহৃদ = সু + হৃদ, নীলাকাশ = নীল + আকাশ। এ-ভাগ দুটির প্রথম অংশকে পূর্বপদ এবং পরের অংশটিকে পরপদ বলা হয়। সমাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পূর্বপদ এবং পরপদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বন্দ্ব সমাস :

অর্থবিচারে যে সমাসে দুইপদ (পূর্বপদ ও পরপদ)-এর সমান গুরুত্ব থাকে এবং দুই পদে একই বিভক্তি যুক্ত থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলা হয়। যেমন: মা-বাবা, সাদা-কালো, সোনা-রূপা, ঘরে-বাইরে, তেলে-জলে প্রভৃতি।

দ্বন্দ্ব সমাসে দুই পদ একই শ্রেণীর হয় এবং দুইপদ দুজন ব্যক্তি বা দুটি বস্তুকে বোঝায়। যেমন :

ক. দুপদই বিশেষ্য : অহি-নকুল, পিতা-পুত্র প্রভৃতি।

খ. দুপদই বিশেষণ : সাদাকালো, ক্ষতবিক্ষত প্রভৃতি।

গ. দুপদই সর্বনাম : তোমরা, আমরা প্রভৃতি।

ঘ. দুপদই ক্রিয়াপদ : বেচাকেনা, আসাযাওয়া প্রভৃতি।

⇒ দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্য গঠন : পদদুটোর মাঝে ‘ও’ কিংবা ‘এবং’ যুক্ত করলে ব্যাসবাক্য হয়ে যাবে।

যেমন : অহিনকুল = অহি ও নকুল;

পিতা-পুত্র = পিতা ও পুত্র;

সাদাকালো = সাদা ও কালো;

ক্ষতবিক্ষত = ক্ষত ও বিক্ষত;

তোমরা = তুমিও সে;

আমরা = আমি, তুমি ও সে;

বেচা-কেনা = বেচা ও কেনা;

আসাযাওয়া = আসা ও যাওয়া।

⇒ দ্বন্দ্ব সমাসের প্রকারভেদ :

ক. সমার্থক দ্বন্দ্ব : দ্বন্দ্ব সমাসের দুই পদ সমার্থক হলে তাকে সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

যেমন : হাট ও বাজার = হাটবাজার;

ধন ও দৌলত = ধনদৌলত;

হাঁটা-চলা প্রভৃতি।

খ. বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব : দ্বন্দ্ব সমাসের দুই পদ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করলে তাকে বিপরীতার্থক বা বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলা হয়।

যেমন : ভালো ও মন্দ = ভালোমন্দ;

বাদি ও বিবাদি = বাদিবিবাদি ইত্যাদি।

গ. মিলনার্থক দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুই পদের অর্থের মধ্যে সম্পর্ক বা সৌহার্দ থাকে, তাকে মিলনার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

যেমন: ভাই ও বোন = ভাইবোন;

মশা ও মাছি = মশা-মাছি ইত্যাদি।

ঘ. অলুক দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসের দুই পদে একই বিভক্তি যুক্ত থাকে অথবা কোন বিভক্তি লোপ পায় না তাকে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

যেমন : দুধে ও ভাতে = দুধেভাতে;

ঘরে ও বাইরে = ঘরেবাইরে ইত্যাদি।

ঙ. ইত্যাদি অর্থবোধক দ্বন্দ্ব : নির্দিষ্ট ব্যক্তিদ্বয় বা নির্দিষ্ট বস্তুদ্বয় না বুঝিয়ে অনির্দিষ্ট কোনো কিছু বোঝালে তাকে ইত্যাদি অর্থবোধক দ্বন্দ্ব বলা হয়।

যেমন : দোকান-পাট;

বাসন-কোসন ইত্যাদি।

চ. একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস : যে দ্বন্দ্ব সমাসের সুনির্দিষ্ট পূর্বপদ বা পরপদ থাকে না, কিন্তু দুই পদ সমান অর্থবোধক সর্বনাম দ্বারা সমাসটি গঠিত হয়ে থাকে, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

যেমন : আমরা, তোমরা প্রভৃতি।

এ সমাস দুটির ব্যাসবাক্য হতে পারে যথাক্রমে-আমরা = আমি ও তুমি কিংবা আমি ও তোমরা কিংবা আমি-তুমি ও সে।

তোমরা = এ সমাসটির ব্যাসবাক্য হতে পারে-তুমি ও সে কিংবা তুমি ও তারা।

ছ. বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস : যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুয়ের অধিক পদ সমাসবদ্ধ হয়ে থাকে, তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

যেমন : টাকা-আনা-পাই; রোদ-বৃষ্টি-ঝড়; কাঠ-খড়-কেরোসিন প্রভৃতি।

দ্বন্দ্ব সমাসের অতিরিক্ত উদাহরণ

⇒ বিশেষ্য + বিশেষ্য পদের দ্বন্দ্ব সমাস

আইন-আদালত = আইন ও আদালত

চন্দ্র-সূর্য = চন্দ্র ও সূর্য

ভাবভঙ্গী = ভাব ও ভঙ্গী

ছাত্রছাত্রী=ছাত্র ও ছাত্রী

জাঁকজমক=জাঁক ও জমক

শালতালতমাল= শাল, তাল ও তামাল

দোয়াত-কলম = দোয়াত ও কলম

সৈন্যসামন্ত = সৈন্যও সামন্ত

কাগজ-কলম=কাগজ ও কলম

রীতিনীতি=রীতি ও নীতি

পিতা-পুত্র=পিতা ও পুত্র

ঘটি-বাটি=ঘটি ও বাটি

ঝড়-বৃষ্টি = ঝড় ও বৃষ্টি

শাকসবজি = শাক ও সবজি

ক্ষেত-খামার - ক্ষেত ও খামার

রাজা-বাদশা= রাজা ও বাদশা

জন-মানব=জন ও মানব

কীট-পতঙ্গ = কীট ও পতঙ্গ

সোনা-রূপা = সোনা ও রূপা

কথা-বার্তা = কথা ও বার্তা

পোকা-মাকড় = পোকা ও মাকড়

শহর-গ্রাম = শহর ও গ্রাম

ছেলে-মেয়ে= ছেলে ও মেয়ে

মাঠ-ঘাট=মাঠ ও ঘাট

উজির-নাজির = উজির ও নাজির

লোক-লস্কর = লোক ও লস্কর

ফলমূল =ফল ও মূল

নথি-পত্র = নথি ও পত্র

সভাসমিতি = সভা ও সমিতি

পথ-ঘাট = পথ ও ঘাট

মামলা-মোকদ্দমা = মামলা ও মোকাদ্দমা

ডাক্তার-বৈদ্য=ডাক্তার ও বৈদ্য

ধনজন = ধন ও জন

মশা-মাছি=মশা ও মাছি

⇒ বিশেষণ + বিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব সমাস

উচু-নিচু=উঁচু ও নিচু

ভালো-মন্দ = ভালো ও মন্দ

ক্ষত-বিক্ষত = ক্ষত ও বিক্ষত

হতাহত = হত ও আহত

লঘু-গুরু = লঘু ও গুরু

ইতর-ভদ্র = ইতর ও ভদ্র

সহজসরল=সহজ ও সরল

কানা-খোঁড়া = কানা ও খোঁড়া

সাদা-কালো=সাদা ও কালো

লাল-নীল=লাল ও নীল

হিতাহিত=হিত ও অহিত

কাঁচাপাকা = কাঁচা ও পাকা

নরম-গরম = নরম ও গরম

দশ-বিশ = দশ ও বিশ

⇒ সর্বনাম + সর্বনাম পদের দ্বন্দ্ব সমাস

যা-তা = যা ও তা

যে-সে = যে ও সে

যিনি-তিনি = যিনি ও তিনি

যেমন-তেমন=যেমন ও তেমন

তোমরা = তুমি ও সে

আমরা = আমি ও তুমি

⇒ ক্রিয়াবিশেষ্য + ক্রিয়াবিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব সমাস

আসা-যাওয়া = আসা ও যাওয়া

কেনা-বেচা=কেনা ও বেচা

জানা-শোনা=জানা ও শোনা

চেনা-অচেনা=চেনা ও অচেনা

লেখা-পড়া=লেখা ও পড়া

চলা-ফেরা=চলা ও ফেরা

লালন-পালন=লালন ও পালন

দেয়া-নেয়া = দেয়া ও নেয়া

মেলা-মেশা=মেলা ও মেশা

ওঠা-বসা = ওঠা ও বসা

ক্রয়-বিক্রয় = ক্রয় ও বিক্রয়

লম্ফ - ঝাম্প = লম্ফ ও ঝা

মহাঁটা-চলা =হাঁটা ও চলা

দেখা-শোনা = দেখা ও শে

⇒ ক্রিয়া + ক্রিয়াপদের দ্বন্দ্ব সমাস

ভেঙেচুরে = ভেঙে ও চুরে

চেয়ে-চিন্তে = চেয়ে ও চি

হেসে-খেলে = হেসে ও খেলে

উঠে-পড়ে = উঠে ও পড়ে

বলে - কয়ে = বলে ও কয়ে

হেসে-কেঁদে= হেসে ও কে

মেরে-ধরে = মেরে ও ধরে

উঠ-বস=উঠ ও বস

জেনেশুনে = জেনে ও শুনে

দ্বিগু সমাস

যে সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং সমাসটি সমাহার বা সম অর্থ প্রকাশ করে, তাকে দ্বিগু সমাস বলা হয়। এ সমাসের পরপ সাধারণত নামপদ হয়।

যেমন : সপ্তাহ (সপ্ত অহের সমষ্টি);

ত্রিফ (তিন ফলের সমাহার);

শতাব্দী (শত অব্দের সমষ্টি) প্রভৃতি।

⇒ ব্যাসবাক্যগঠন : এ সমাসের বাস্যবাক্যে 'সমাহার' শব্দটি আয

যেমন: চৌমুহনী = চৌ মোহনার সমাহার;

পঞ্চবটী=পঞ্চবটের সমাহার।

⇒ দ্বিগু সমাসের উদাহরণ :

তেমাথা = তে মাথার সমাহার

চতুষ্পদী = চার পায়ের সমাহার

চতুরঙ্গ = চতুঃ (চার) অঙ্গের সমাহার

চৌপদী = চৌ (চার) পদের সমাহার

ত্রিপদী =ত্রি (তিন) পদের সমাহার

ত্রিফলা = ত্রি (তিন) ফলের সমাহার

ত্রিলোক =ত্রি (তিন) লোকের সমাহার

পঞ্চনদ = পঞ্চ (পাঁচ) নদের সমাহার

পঞ্চবটী=পঞ্চ (পাঁচ) বটীর সমাহার

দশচক্র=দশচক্রের সমাহার

দুকূল=দুই কূলের সমাহার

পঞ্চভূত = পঞ্চ (পাঁচ) ভূতের সমাহার

ত্রিকূল = ত্রিকূলের সমাহার

ত্রিকোণ = ত্রিকোণের সমাহার

ত্রিভুবন = ত্রিভুবনের সমাহার

ত্রিরত্ন = ত্রিরত্নের সমাহার

পঞ্চমুখ = পঞ্চমুখের সমাহার

পঞ্চইন্দ্রিয় = পঞ্চইন্দ্রিয়ের সমাহার

দুআনা=দু (দুই) আনার সমাহার

চৌমুহনী = চৌ (চার) মোহনার সমাহার

কর্মধারয় সমাস

যে সমাসের পূর্বপদ বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন, পরপদ বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদ হয় এবং পর পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

যেমন:

নীলাকাশ = নীল যে আকাশ;

ভালোমানুষ = ভালো যে মানুষ ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাস প্রধানত পাঁচ প্রকার।

যথা :

১। সাধারণ কর্মধারয় সমাস

২। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস

৩। উপমান কর্মধারয় সমাস

৪। উপমিত কর্মধারয় সমাস

৫। রূপক কর্মধারয় সমাস

১। সাধারণ কর্মধারয় সমাস : বিশেষণ-বিশেষ্যে, বিশেষণ-বিশেষণে, বিশেষ্য-বিশেষণে, বিশেষ্য-বিশেষ্যে যে সমাস হয়, তাকে সাধারণ কর্মধারয় সমাস বলে।

যেমন: ছোটলাট = ছোট যে লাট;

তমাললতা = তমাল যে লতা;

শান্ত শিষ্ট = শান্ত অথচ শিষ্ট ইত্যাদি।

২। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস: ব্যাসবাক্যের বিশেষণমূলক মধ্যপদ লোপ পেয়ে যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

যেমন : পলান্ন = পল মিশ্রিত অন্ন;

হাতঘড়ি = হাতে পরার ঘড়ি ইত্যাদি।

৩। উপমান কর্মধারয় সমাস: উপমান ও সাধারণ গুণবাচক পদ মিলে যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

যেমন: বজ্রকঠিন = বজ্রের ন্যায় কঠিন;

মিশকালো = মিশির ন্যায় কালো ইত্যাদি। উপমান কর্মধারয় সমাসে একপদ বিশেষ্য এবং অন্যটি বিশেষণ পদ হয়ে থাকে।

৪। উপমিত কর্মধারয় সমাস: উপমান ও উপমিত পদ মিলে যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

যেমন: বজ্রের ন্যায় মুষ্টি = বজ্রমুষ্টি;

ফুলের ন্যায় কুমারী = ফুলকুমারী ইত্যাদি।

৫। রূপক কর্মধারয় সমাস: উপম্যেক উপমানের সাথে অভেদ কল্পনা করে যে সমাস হয়, তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

এ সমাসে একপদ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

যেমন: মন রূপ মাঝি = মনমাঝি;

শোক রূপ সাগর = শোকসাগর ইত্যাদি।

বিশেষ আলোচনা : এখানে ‘মনমাঝি’ সমাসটির পরপদ ‘মাঝি’ রূপক অর্থ ব্যঞ্জনা করেছে। কারণ, ‘মাঝি’ অর্থ- নৌকার চালক। এখানে মনের চালক কল্পনার রূপক ‘মাঝি’ শব্দটি। ‘শোকসাগর’ সমাসটিরও পরপদ সাগর অর্থের আড়ালে সীমাহীন বা অথই অর্থ প্রকাশ করেছে। এভাবে এ সমাসের পরপদ রূপক অর্থ প্রকাশ করে থাকে।

অব্যয়ীভাব সমাস

দিন দিন = প্রতিদিন ;

কূলের সমীপে = উপকূল ;

মিলের অভাব = গরমিল।

এই পদগুলিকে ‘প্রতি’, ‘উপ’, ‘গর’ উপসর্গ বা অব্যয় পদ পূর্বে বসে সমাস হয়েছে এবং অব্যয়ের অর্থই প্রধানরূপে বোঝাচ্ছে; পরপদগুলি বিশেষ্য। যে সমাসে পূর্বপদ অব্যয়ের সঙ্গে পরপদ বিশেষ্যের সমাস হয় এবং অব্যয় পদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাকে অব্যয়ীভাব

সমাস বলে।

⇒ এ সমাসের পূর্বপদের অব্যয়টির সাধারণত কোনো অর্থ থাকে না। তবে এ সব অব্যয় শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থ দ্যোতনা করে।

সামীপ্য (নিকট), বীজ্ঞা (পুন: পুন:), অনতিক্রম, অভাব, পর্যন্ত, যোগ্যতা, সাদৃশ্য, পশ্চাৎ, সাফল্য, অবধি প্রভৃতি নানাপ্রকার অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

(১) সামীপ্য: কূলের সমীপে = উপকূল;

নগরীর সমীপে = উপনগরী;

কাঠের সমীপে = উপকণ্ঠ;

অক্ষির সমীপে = সমক্ষ; দুপুরের

কাছাকাছি = দুপুর নাগাদ;

সকালের কাছাকাছি = সকালনাগাদ।

(২) বীজ্ঞা (পুন: পুন: অর্থে):-

দিন দিন = প্রতিদিন;

গৃহে গৃহে = প্রতিগৃহে;

ক্ষণে ক্ষণে = অনুক্ষণ, প্রতিক্ষণ;

মণে মণে = প্রতিমণ,

মণপিছু; জনে জনে = জনপ্রতি, জনপিছু;

জেলায় জেলায় = প্রতিজেলায়;

বছর বছর = ফিবছর;

রোজ রোজ= হররোজ;

মাঠে মাঠে = মাঠকে-মাঠ,

সনে সনে = ফি-সন.

গাঁ-এ গাঁ-এ = গাঁকে-গাঁ।

(৩) অনতিক্রম :-

বিধিকে অতিক্রম না করে = যথাবিধি ;

উচিতকে অতিক্রম না করে = যথোচিত;

এইরকম, যথাশক্তি, যথাসাধ্য, যথেষ্ট, যথারীতি যথাযোগ্য, যথার্থ, সাধ্যমতো, যথাজ্ঞান, আয়মাফিক।

(৪) অভাবঃ

বিপ্লবের অভাব = নির্বিঘ্ন;

মানানের অভাব = বে-মানান;

বন্দোবস্তের অভাব = বে-বন্দোবস্ত;

ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ;

ভাতের অভাব = হাভাত;

মিলের অভাব = গরমিল; ঝঞ্ঝাটের

অভাব = নির্ঝঞ্ঝাট;

লুনের (লবনের) অভাব = আলুনি; টকের

অভাব মিষ্টির অভাব = না-টক-না-মিষ্টি;

ঘরের অভাব = হা-ঘর;

হায়ার অভাব = বেহায়া;

মক্ষিকার অভাব = নির্মক্ষিক।

(৫) সীমা ও ব্যাপ্তি (পর্যন্ত)□

জীবন পর্যন্ত = আজীবন;

সমুদ্র পর্যন্ত = আসমুদ্র;

বাল, বৃদ্ধ ও বণিতা পর্যন্ত = আবালবৃদ্ধবণিতা;
মূল পর্যন্ত = আমূল;
মরণ পর্যন্ত = আমরণ;
পাদ (পা) থেকে মস্তক
পর্যন্ত = আপাদমস্তক;
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত = আদ্যন্ত;
কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ;
দিন ব্যাপিয়া = দিনভর;
রাত ব্যাপিয়া = রাতভর;
গলা পর্যন্ত = গলানাগাল।
এইরকম-আশৈশব, আসমুদ্রহিমাচল।

(৬) যোগ্যতাঃ

রূপের যোগ্য = অনুরূপ;
কুলের যোগ্য = অনুকূল;
গুণের যোগ্য = অনুগুণ।

(৭) পশ্চাৎ :

গমনের পশ্চাৎ = অনুগমন;
তাপের পশ্চাৎ = অনুতাপ;
করণের পশ্চাৎ = অনুকরণ;
ইন্দ্রের পশ্চাৎ = উপেন্দ্র; গৃহের
পশ্চাৎ = অনুগৃহ।

(৮) সাদৃশ্যঃ

দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ;
কথার সদৃশ = উপকথা;
ভাষার সদৃশ = উপভাষা;
মূর্তির সদৃশ = প্রতিমূর্তি,
বনের সদৃশ = উপবন;
কিন্তু (হীন দেবতা = উপদেবতা);
মন্ত্রীর সদৃশ = উপমন্ত্রী;
রাষ্ট্রপতির সদৃশ = উপরাষ্ট্রপতি;
দানের সদৃশ = অনুদান;
ধ্বনির সদৃশ = প্রতিধ্বনি;

লক্ষের সদৃশ = উপলক্ষ।

(৯) ক্ষুদ্রতাঃ

উপ (ক্ষুদ্র) গ্রহ = উপগ্রহ;

ক্ষুদ্র বিভাগ = উপবিভাগ,

ক্ষুদ্র অঙ্গ = প্রত্যঙ্গ;

ক্ষুদ্র শাখা = প্রশাখা;

ক্ষুদ্র সাগর = উপসাগর;

ক্ষুদ্র জাতি = উপজাতি;

ক্ষুদ্র নদী = উপনদী।

(১০) সাকল্যঃ

বাল বৃদ্ধ ও বণিতা সকলে = আবালবৃদ্ধবণিতা;

পামর জনসাধারণ সকলে = আপামর জনসাধারণ।

(১১) বিপরীত :

কূলের বিপরীত = প্রতিকূল;

দানের বিপরীত = প্রতিদান;

শোধের বিপরীত = প্রতিশোধ;

পক্ষের বিপরীত = প্রতিপক্ষ।

(১২) সম্মুখ : অক্ষির সম্মুখে = প্রত্যক্ষ।

(১৩) নিপাতনে সিদ্ধ :

অক্ষির অগোচর = পরোক্ষ;

আত্মাকে অধিকার করে = অধ্যাত্ম;

মুখের অভিমুখে = সম্মুখ;

দৈবকে অধিকার করে = অধিদৈব;

দুঃ (দুঃখকে) গত = দুর্গত;

দক্ষিণকে প্রগত = প্রদক্ষিণ;

বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল;

বাস্তব থেকে উৎখাত = উদ্বাস্তব;

শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল;

হীন দেবতা = উপদেবতা;

ঝুড়িকে বাদ না দিয়ে = ঝুড়িসুদ্ধ;

দস্তুর অনুযায়ী = দস্তুর মতো;

প্রত্যাশার আধিক্য = হাপিত্যেশ;

কাজ চালাবার মতো = কাজচালাগোছ।

⇒ অব্যয়ীভাব সমাসের অতিরিক্ত উদাহরণ

অনুতাপ = তাপের পশ্চাৎ

অনুগমন = গমনের পশ্চাৎ

আকর্ণ = কর্ণ পর্যন্ত

আমৃত্যু = মৃত্যু পর্যন্ত

আমরণ = মরণ পর্যন্ত

আনত = ঈষৎ নত

উপগ্রহ = গ্রহের সদৃশ/ক্ষুদ্র

উপাধ্যক্ষ = অধ্যক্ষের সদৃশ্য

উপকূল = কূলের সমীপে

প্রতিক্ষণ = ক্ষণে ক্ষণে

প্রতিজন = জনে জনে

প্রতিবার = বার বার

প্রতিকূল = কূলের বিপরীত

প্রতিবাদ = বাদের বিপরীত

প্রতিকৃতি = কৃতির সদৃশ

প্রতিধ্বনি = ধ্বনির সদৃশ

প্রতিচ্ছবি = ছবির সদৃশ

যথারীতি = রীতি অতিক্রম না করে

যথাশক্তি = শক্তিকে অতিক্রম না করে

দুর্ভিক্ষ = ভিক্ষার অভাব

যথানিয়ম = নিয়মকে অতিক্রম না করে

যথাসময়ে = নির্দিষ্ট সময়ে

অনুসরণ = সরণের পশ্চাৎ

অধ্যাত্ম = আত্মাকে অধিকার করে

আজানু = জানু পর্যন্ত

আপদমস্তক = পা থেকে মাথা পর্যন্ত

আজন্ম = জন্ম পর্যন্ত

আরক্তিম = ঈষৎ রক্তিম

উপভাষা = ভাষার সদৃশ/ক্ষুদ্র

উপজাতি = জাতির সদৃশ/ ক্ষুদ্র

উপসাগর = সাগরের সদৃশ/ ক্ষুদ্র

উপবৃত্তি = বৃত্তির সদৃশ

উপপত্নী = পত্নীর সদৃশ

উপবন = বনের সদৃশ/ক্ষুদ্র

উপশহর = শহরের সমীপে

প্রতিদিন = দিন দিন

প্রতিমন = মন মন

প্রতিমুহূর্ত = মুহূর্ত মুহূর্ত

প্রতিদান = দানের বিপরীত

প্রত্যুত্তর = উত্তরের বিপরীত

প্রতিচ্ছায়া = ছায়ার সদৃশ

প্রতিমূর্তি = মূর্তির সদৃশ

প্রতিবিশ্ব = বিশ্বের সদৃশ

যথাবিধি = বিধি অতিক্রম না করে

যথাসাধ্য = সাধ্যকে অতিক্রম না ক

যেথাস্থানে = নির্দিষ্ট স্থানে

যথার্থে = নির্দিষ্ট অর্থে

অতিদীর্ঘ = দীর্ঘ কে অতিক্রান্ত

অতিপ্রাকৃত = প্রাকৃতকে অতিক্রা

মঅপবাদ = অপকৃষ্ট বাদ

অপকীর্তি = অপকৃষ্ট কীর্তি

দুর্গন্ধ = মন্দ গন্ধ

দুর্দিন = মন্দ দিন

দুর্বাক্য = মন্দ বাক্য

দুরতিক্রম্য = দুঃখ-কষ্টে অতিক্রম্য

পরিজন = পরিগত/আপন জন

বিতৃষ্ণা = বিগত তৃষ্ণা

বিমিশ্র = বিশেষ ভাবে মিশ্র

হররোজ = রোজ রোজ

ঘোলাটে = ঈষৎ ঘোলা

ফিকানীল = ঈষৎ নীল

হা-ঘর = ঘরের অভাব

বেহায়া = হায়ার অভাব

নিরামিষ = আমিষের অভাব

অতিমানব = মানবকে অতিক্রা

মঅতীন্দ্রিয় = ইন্দ্রিয়কে অতিক্রান্ত

অতিপ্রিয় = অত্যধিক প্রিয়

দুর্জন = মন্দ জন

দুর্বুদ্ধি = মন্দ বুদ্ধি

দুর্নীতি = মন্দ নীতি

বিনম্র = বিশেষভাবে নম্র

বিপথ = নিকৃষ্ট পথ

ফি বছর = বছর বছর

গরমিল = মিলের অভাব

লম্বাটে = ঈষৎ লম্বা

ফিকালাল = ঈষৎ লাল

হা-ভাত = ভাতের অভাব

প্রতিচ্ছায়া = ছায়ার সদৃশ

প্রতিবিশ্ব = বিশ্বের সদৃশ

যথাসাধ্য = সাধ্যকে অতিক্রম না করে

যথার্থে = নির্দিষ্ট অর্থে

অতিপ্রাকৃত = প্রাকৃতকে অতিক্রান্ত

অপকীর্তি = অপকৃষ্ট কীর্তি

দুর্দিন = মন্দ দিন

দুরতিক্রম্য = দুঃখ-কষ্টে অতিক্রম্য

বিতৃষ্ণা = বিগত তৃষ্ণা

হররোজ = রোজ রোজ

ফিকানীল = ঈষৎ নীল

বেহায়া = হায়ার অভাব

অতিমানব = মানবকে অতিক্রান্ত

অতিপ্রিয় = অত্যধিক প্রিয়

দুর্বুদ্ধি = মন্দ বুদ্ধি

বিনম্র = বিশেষভাবে নম্র

ফি বছর = বছর বছর

লম্বাটে = ঈষৎ লম্বা

হা-ভাত = ভাতের অভাব

অনুগমন = গমনের পশ্চাৎ

আমৃত্যু = মৃত্যু পর্যন্ত

আনত = ঈষৎ নত

উপাধ্যক্ষ = অধ্যক্ষের সদৃশ্য

প্রতিক্ষণ = ক্ষণে ক্ষণে

প্রতিবার = বার বার

প্রতিবাদ = বাদের বিপরীত

প্রতিধ্বনি = ধ্বনির সদৃশ

যথারীতি = রীতি অতিক্রম না ক

দুর্ভিক্ষ = ভিক্ষার অভাব

অনুসরণ = সরণের পশ্চাৎ

আজানু = জানু পর্যন্ত

আজন্ম = জন্ম পর্যন্ত

উপভাষা = ভাষার সদৃশ/ক্ষুদ্র

উপসাগর = সাগরের সদৃশ/ ক্ষ

উপপত্নী = পত্নীর সদৃশ

উপশহর = শহরের সমীপে

প্রতিমন = মন মন

প্রতিদান = দানের বিপরীত

ধন্যবাদ

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com